যুগান্তর

তারিখ 25 AUG 2017 পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

সিরাজদিখানে স্কুলের জমি দখল করে ঘর নির্মাণ

সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের রামকৃষ্ণদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে আধাপাকা দোকানঘর নির্মাণ করছেন স্থানীয় এক ব্যবসায়ী। সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় কাজে কোনো বাধা না থাকার সুযোগে ওই ব্যবসায়ী তিন সপ্তাহ ধরে ঘর নির্মাণ কাজ করছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রামকৃষ্ণদী পাথরঘাটা রাস্তা ঘেঁষে অবস্থিত রামকৃষ্ণদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যালয়ের ৩ একর ২১ শতাংশ জমি ছিল। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের মাঠ ও জায়গা দখল করে ১৫/১৮টি দোকানঘর নির্মাণ করে প্রায় সাড়ে ৩ একর দখলে নিয়েছে।

এ অবস্থায় তিন সপ্তাহ ধরে রামকৃষ্ণদী গ্রামের মৃত কলিমউদ্দিন মুন্সীর ছেলে মজিবুর মুন্সী নামে এক ব্যবসায়ী বিদ্যালয়ের জায়গা দখল নিয়ে নতুন করে দোকানঘর নির্মাণ করছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ে রাস্তার পাশের জায়গা দখলে নেই। দখলবাজির কারণে এখন রামকৃষ্ণদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার কোনো পরিবেশ নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত ব্যবসায়ী মজিবুর মুন্সী বলেন, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে আমার দোকানঘর তৈরি করছি। আমার কাছে এই জায়গার কাগজপত্র রয়েছে। কিছু দুষ্টলোক চাঁদাবাজ আমার কাছ থেকে চাঁদা খাওয়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করেছে। সরকারি আমিন এনে জায়গা মাপ-জোক করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সহসভাপতি গোলাম মোস্তফা মিন্টু বলেন, রামকৃষ্ণদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গা দখল নিয়ে অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঘর নির্মাণ করেছে। একাধিকবার দোকান ঘরটি সরানোর জন্য বলা হলেও তিনি জোরপূর্বক দখল করে রাখছেন সরকারি জায়গা। স্কুল ও সরকারি হালটে দোকানঘর উত্তোলনের কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি। সরকারিভাবে প্রাথমিক স্কুল ও সরকারি হালট এখনই মাপা দরকার।

রামকৃষ্ণদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাহানাজ পারভীন কাঞ্চি বলেন, বিদ্যালয়ের জায়গা দখল নিয়ে অনেকেই দোকানঘর নির্মাণ করেছে। স্কুলের জায়গায় তৈরি অনেক দোকানেরই ভাড়া পাচ্ছেন না রামকৃষ্ণদী স্কুল কর্তৃপক্ষ। সিরাজদিখান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানবীর মোহাম্মদ আজিম বলেন, স্কুল ও সরকারি রাস্তার হালট দখলের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।